দৈনিক
ইত্তেফাক

22 NOV 2017

শিক্ষার ভিত কেন এত নড়বড়ে?

ইমানুল সোহান

আমাদের শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই শিক্ষাঙ্গনটি মূলত একটি মানবশিশুর ভিত তৈরি করে। মেরুদণ্ড শক্ত হওয়ার ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। শিক্ষার্থীর মনে বপন করা হয় শিক্ষা নামক একটি অমূল্য বীজ। কিন্তু অঙ্কুরেই সেই বীজ যদি কীটপতঙ্গে আক্রান্ত হয়, তাহলে সেখান থেকে ভালো ফসলের আশা করা যায় না। ঠিক সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা।

বর্তমানে দেশের ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ঘাটতি দেড় লাখ। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার (ইউনেস্কোর) হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪৬ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ দেশে এক্ষেত্রে ৬৮ জন শিক্ষার্থীর জন্যে একজন শিক্ষক রয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠানের যদি অভিভাবক না থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালিত হবে কীভাবে?

বর্তমানে প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনো অনেক শিক্ষার্থী নিজের শ্রেণির নাম বলতে পারলেও লিখতে পারে না। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার ৯০ শতাংশের বেশি। যারা নিজের নাম লিখতে পারে না, তারা পরবর্তীকালে গিয়ে কী করবে তা বোঝাই যায়। যার প্রভাব পড়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় গিয়ে।

যদিও বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক পরিবর্তন এনেছে। এসব পরিবর্তনের বেশিরভাগই ইতিবাচক। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার বাড়ছে। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা বই পাচ্ছে। কিন্তু এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও কিছু প্রতিবন্ধকতা প্রাথমিক শিক্ষায় রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মনিটরিং বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষকরা ক্লাসে মনোযোগী হন। প্রধানশিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সংকট জিইয়ে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব না। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় যাতে প্রকৃত মেধাবীরাই উত্তীর্ণ হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কোমলমতি শিশুশিক্ষার্থীদের খেলাচ্ছলে আনন্দের সঙ্গে পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের প্রতি সচেতন থাকতে হবে। তাহলেই প্রাথমিক শিক্ষা মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় রূপ নেবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া